গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মিথ্যা মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ অন্যান্য আসামিরা নির্দোস খালাস পাওয়ায় গাংনী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

আনন্দ মিছিলে গাংনী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সংগঠনিক সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হকা, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, যুবদল নেতা ও মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী সালমান শেখ কালু, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন তোতা, সাহারবাটি ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা,

রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, যুবদল নেতা মফিজুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা সাহিবুল ইসলাম, ছাত্রদল নেতা রেজওয়ানুল হক ইমন, সাবেক ছাত্রনেতা সুজন আহমেদ, বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম, কৃষকদল নেতা আমিনুল, আসাদুজ্জামান বাবলুর মিডিয়া প্রেস উইং সোহেল রানাসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামের সৌদি প্রবাসী আলেক হোসেনের ছেলে সিয়াম হোসেন (১৮) ও একই গ্রামের আরেক সৌদি প্রবাসী সোহরাব হোসেন ওরফে সেন্টুর ছেলে আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। নিহতরা দুজনেই কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।

বুধবার (৮ জানুয়ারী) বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপির গ্রামের জোয়াদ্দার ইটভাটার নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, মোটরসাইকেল যোগে নিহতরা কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। এসময় কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা রফরফ পরিবহন (যার নং কক্সবাজার জ-০৪-০০২১) নামের যাত্রীবাহি একটি লোকাল বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সিয়াম হোসেন। এছাড়া গুরুতর আহত হয় অপর সঙ্গী আব্দুল্লাহ হেল বাকী। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

এদিকে স্থানীয়রা ঘাতক বাসটিকে আটক করে থানা পুলিশে সোপর্দ করেছেন। ওসি বানী ইসরাইল জানান, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া বাসটিকে থানায় নেয়াা হবে।

গাংনীর মাটিতে কোনো

অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের

পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

গাংনীর যুবদল নেতা আলমগীর হত্যার তিন আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে চাঞ্চল্যকর ওয়ার্ড যুবদল নেতা হত্যার ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্লু উদ্ঘাটন ও তিন ঘাতককে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী পৌরসভা চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দীনের ছেলে ঘড়ি ব্যবসায়ী মোঃ রবিউল ইসলাম ওরফে বিপ্লব (৩৬), গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯) ও কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীরর ছেলে আলমগীরর হোসেন (৪০)।

গত বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানা মোড় এলাকার সিদ্দিক ওয়াস দোকানের সামনে থেকে বিপ্লব হোসেনকে, গাংনী কাঁচাবাজার এলাকা থেকে রাত ৯ টার দিকে মফিকুল ইসলামকে এবং রাত ১০ টার দিকে আলমগীর হোসেনকে কোদাইলকাটি গ্রামের একটি চায়ের দোকান থেকে গ্রেফতার করে র্যাব।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম আজ শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) কোম্পানী কমান্ডার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম বলেন, পাওনা টাকাকে কেন্দ্রকে পূর্বপরিকল্পনা মতে গাংনী পৌর যুবদলের ওয়ার্ড সভাপতি (বাঁশবাড়িয়া) আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে বলে তারা স্বীকার করেছেন। এই হত্যাকান্ডের সাথে ৫ জন অংশ নিয়েছে বলেও জানান তারা।

র্যাব কমান্ডার জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘাতকরা জানায় ভিকটিম আলমগীর হোসেনের কাছে একই এলাকার আসামি মোঃ মফিকুল

উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবদল সভাপতির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন
(৪৫) এর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) সকালে গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া বাদিয়াপাড়া কামারখালি মাঠের রাইমনতলা নামক স্থান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মইন উদ্দিনের ছেলে ও গাংনী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি। প্রায় তিন মাস আগে দুবাই থেকে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাতের কোনো এক সময়ে আলমগীর হোসেনকে গলাকেটে হত্যা করেছে দূর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয়দের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। কি কারনে তাকে হত্যা করেছে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

গাংনী পৌর যুবদলের সভাপতি সাইদুল ইসলাম জানান, গতরাতে গাংনী বাজারে ছিলো আলমগীর হোসেন। তারপর থেকে নিখোঁজ হয় সে। আজ সকালে তার গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে আমাদের খবর দেন। তবে, কি কারনে এঘটনা কিছুই বলতে পারছিনা।

[redacted]

[redacted]

বেসরকারি টেলিভিশন “চ্যানেল এস”র প্রতিনিধি হলেন রাসেল

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংগাঠনিক সম্পাদক রহিদুল ইসলাম রাসেল বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন “চ্যানেল এস” এর গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আজ মঙ্গলবার দুপুর ২ টার সময় রহিদুল ইসলাম রাসেলের হাতে নিয়োগপত্র, আইডি কার্ড ও বুমসহ অন্যান্য উপকরণ তুলে দেন।

এদিকে রহিদুল ইসলাম রাসেল চ্যানেল এস’র প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, সাবেক সভাপতি এম এ লিংকন, সাধারণ সম্পাদক মিয়াদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, সহ-সভাপতি লিটন মাহমুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম কবি, কোষাধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব, দফতর সম্পাদক এজাজ উদ্দিন ছোটন, প্রচার সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকি, সদস্য বদরুজ্জামান, আক্তারুজ্জামান, সাঈদ হাসান, হাসানুজ্জামান, তরিকুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ পলাশ ও মাহাবুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, রহিদুল ইসলাম রাসেল স্থানীয় ও বিভিন্ন অনলাইন টিভি, ওয়েব পোর্টালসহ বিভিন্ন মিডিয়াতে সাংবাদিকতা করেছেন।

রহিদুল ইসলাম রাসেল বলেন, গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, উন্নয়ন তুলে ধরার পাশাপাশি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদ পরিবেশন করে গাংনীবাসিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে তুলে ধরতে চাই। এজন্য সাংবাদিক বন্ধুদের পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহযোগীতা কামনা করছি।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কাননের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিয়াদুল ইসলামের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি এমএ লিংকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, দফতর সম্পাদক এজাজ উদ্দিন ছোটন, প্রচার সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকি, সদস্য বদরুজ্জামান, প্রেসক্লাবের সদস্য সিনিয়র সাংবাদিক আক্তারুজ্জামান, হাসানুজ্জামান, তরিকুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ পলাশ।

সভায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রেসক্লাবের সার্বিক উন্নয়ন, প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অর্থ সম্পাদকের কাছে মাসিক চাঁদা আদায়, সদস্যদের চাঁদার অর্থ ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ডিপিএস ফান্ডের কল্যান তহবিলে নিয়মিত জমা করা, পরপর তিন মাস চাঁদার টাকা না দিলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া, সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান, গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্তদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন, বার্ষিক বনভোজন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণে ডেক্স ও আলমারি সংযোজনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গাংনীতে নবজাতক নিয়ে গেল জ্বীন!

নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা প্রবাসীর স্ত্রী আজমিরা খাতুন। সিজারিয়ানের জন্য যখন হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তুত নিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ৫ জন জ্বিন তার রুমে এসে বাচ্চা প্রসব করিয়ে

নবজাতককে নিয়ে যাই। নবজাতকের সাথে নিয়ে যায় গর্ভাবস্থায় পরিক্ষা নিরিক্ষার বিভিন্ন ডাক্তারি রিপোর্ট। এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামে। আজমিরা খাতুন গ্রামের আজমিরা খাতুন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের উত্তর পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে এবং উপজেলার তেতুলবাড়ীয়া মোল্লা পাড়ার ছহির উদ্দিন ছেলে সৌদি প্রবাসী মোকাদ্দেস আলীর স্ত্রী। চিহ্ন হিসেবে জ্বীনেরা রেখে গেছে ঘরের দেওয়ালে দুই হাতের রক্তমাখা ছাপ। হাত ও পায়ে জ্বিনের নখের আচড়ানো দাগ। নবজাতককে হারিয়ে দিশেহারা আজমিরা খাতুন। বিষয়টি এলাকায় চরম চাঞ্চল্যের সৃস্টি হয়েছে।

আজমিরা খাতুন জানান, যখন আমি চার মাসের গর্ভবতী তখন আমার ঘরে দুটি সাপ প্রবেশ করে। সাপ দুটিকে আমি ও আমার ভাই পিটিয়ে মােও ফেলি। এর কিছুদিন পর একটি জ্বীন এসে ঘুমান্তাবস্থায় আমার গলা চেপে ধরে এবং বলে তুই আমার বাচ্চা মেরেছিস আমি তোর বাচ্চা নিয়ে যাব।

এর আগে আজমিরা স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে সেবা নেন। কয়েকদিন আগে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে। সন্তান ধারনের কাগজপত্র ছিল আজমিরার ঘরে। গত রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে সিজারিয়ানের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় জ্বীনেরা প্রবেশ করে আজমিরার ঘরে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে বাচ্চা প্রসব করায় জ্বীনের দল। আজমিরা তাদের সাথে জোর করতে গেলে সে সময় জ্বীনেরা তার উপরে শারীরিক নির্যাতন চালায়। এসময় আজমিরা আত্মচিৎকার দিলেও বাহিরের কেউ শুনতে পায়নি। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সন্তান প্রসব করানোর পর নবজাক ও হাসপাতালে রিপোর্টগুলি নিয়ে যায় জ্বীনেরা। দীর্ঘক্ষণ ঘরে থাকাই আজমিরার মা ঘরের দরজা ধাক্কাধাক্কি করে কোন সাড়া পায় না। কিছুক্ষণ পর ঘরের দরজা খুলে চলে যাই জ্বীনের দল। পরে ঘরে প্রবেশ করে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আজমিরাকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আজমিরা খোজ করে তার গর্ভে থাকা নবজাতক সন্তানকে।

এলাকাবাসী জানান, তাদের সমানে আজমিরাকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছে। হঠাৎ গতকাল সকালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা আমাদের জীবনে কোনদিন শোনেননি বলেও জানান এলাকাবাসী।

আজমিরার বাবা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমার মেয়ে আজমিরা যখন চার

মাসের গর্ভবতী ছিল তখন দুটি সাপ মেরেছিল। সে কারণেই জ্বিনেরা নবজাতককে নিয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমি মাঠে কাজ করছিলাম। এসময় বাড়ি থেকে ফোন করে বলে আজমিরাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। এর কিছুক্ষণ পর ফোন দিলে কেউ ফোন ধরে না। বাড়ি ফিরে শুনছি এমন ঘটনা ঘটেছে।

আজমিরার শশুর ছইরুদ্দিন জানান, হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এরই মধ্যে ভাইয়ের মেয়ে রূপ ধরে প্রথমে একটি জ্বীন আসে। কিছুক্ষণ পর আরও চারজন আসে। পাঁচজন জ্বীন মিলে বাচ্চা প্রসব করাই। এসময় তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে তারা। পরে বাচ্চা নিয়ে চলে গেছে।

এবিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: মাসুদুর রহমান বলেন, এমন ঘটনা আমরাও শুনছি। আজমিরা আমাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসেনি। তবে খোঁজ খবর নিয়ে পরিক্ষা করে দেখবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, আমি জ্বীনের এমন ঘটনা আগে কখনও শুনিনি। তবে প্রকৃত বিরয়টি উদঘাটন করার চেস্টা করছি।